

**দমন ব্যবস্থাপনা:** মুকুল বের হওয়ার পর কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বে হপার পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক; কনফিডর ৭০ ড্রিউজি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম বা একই গ্রুপের অন্য কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় মিশিয়ে ১ম বার এবং এর ১ মাস পরে মটর দানাকৃতি অবস্থায় ২য় বার গাছে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

**ফল ছিদ্রকারী পোকা:** আম মার্বেল আকারের হলুই এ পোকায় আক্রমণ শুরু হয়। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা আমের নিচের অংশে খোসার উপরে ডিম পাড়ে। কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। কীড়া খুব ছোট ছিদ্র করে আমের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং আমের শাঁস ও পরে আঁট খাওয়া শুরু করে। আক্রান্ত স্থানটি কালো হয়ে যায় এবং ছিদ্র পথ থেকে সাদা ফেনা বের হয়। আক্রান্ত স্থানে জীবাণুর আক্রমণের ফলে পচন ধরে যায়। বেশি আক্রান্ত আম ফেটে যায় এবং গাছ থেকে পড়ে যায়।



ফল ছিদ্রকারী পোকায় ক্ষতির ধরন

**দমন ব্যবস্থাপনা:** মার্চ-এপ্রিল মাসে বারে যাওয়া, আক্রান্ত কচি ফল মাটি থেকে সংগ্রহ করে ধ্বংস করলে এ পোকায় আক্রমণের হার কমে যায়। মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর কমপক্ষে দুইবার প্রতি লিটার পানির সাথে ২.০ মিলিলিটার হারে ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ ইসি (সুমিথিয়ন বা অন্য অনুমোদিত কীটনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকায় আক্রমণ কমানো সম্ভব।

**মাছি পোকা:** এ পোকা আমের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। ফল পরিপক্ব হলে স্ত্রী মাছি ডিমপাড়া অংশের সাহায্যে আমের খোসা ক্ষত করে ডিম পাড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিম থেকে কীড়া বের হয় এবং শাঁসের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও শাঁস খেতে থাকে। পাকা আম কাটলে আক্রান্ত আমের শাঁসের ভিতর সাদা সাদা পোকায় কীড়া বা ম্যাগোট দেখা যায়।



মাছি পোকায় ক্ষতির ধরন

**দমন ব্যবস্থাপনা:** পোকায় আক্রান্ত আমগুলি সংগ্রহ করে মাটির গভীরে পুতে ফেলতে হবে। ফল সংগ্রহের অন্তত: ১ মাস পূর্বে ১৫-২০ মিটার দূরে দূরে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ আম বহনকারী শাখায় ঝুলিয়ে দিতে হবে অথবা ফল সংগ্রহের ১ মাস পূর্বে প্রতিটি আমকে কাগজের ব্যাগ দিয়ে মুড়িয়ে দিলে আমের মাছি পোকায় আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যায়। এছাড়াও সম্প্রতি উদ্ভাবিত স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা দমনের জন্য আলাদাভাবে আকর্ষণ ও মেরে ফেলা টোপ ব্যবহার করে কার্যকরভাবে এ পোকা দমন করা যায়।

**আমের উইভিল বা ভোমরা পোকা:** যমুনা নদীর পূর্ব দিকের অনেক জেলায় বীজ থেকে জন্মানো আম গাছের ফলই উইভিল পোকা দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।



আমের উইভিল বা ভোমরা পোকা এর ক্ষতির ধরন

## দমন ব্যবস্থাপনা

আম সংগ্রহের পর গাছের সমস্ত পরগাছা ও পরজীবি উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে।

সাধারণত: মার্চ-এপ্রিল মাসে উইভিলগুলো মাটি থেকে গাছে উঠা শুরু করে। এ সময় প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলিলিটার হারে ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন/অন্য নামের) ৫০ ইসি নামক কীটনাশক মিশিয়ে গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর একাধিকবার স্প্রে করতে হবে।

**পাতা কাটা উইভিল:** এ পোকা আম গাছের শুধু কচি পাতা কেটে ক্ষতি করে থাকে।



পাতা কাটা উইভিল

**দমন ব্যবস্থাপনা:** কতিত কচি পাতা মাটি থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে কচি পাতা বের হওয়ার ৪-৫ দিন এবং ১২-১৩ দিন বয়সে পর পর দু'বার প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন বা কার্বারিল গ্রুপের অন্য কীটনাশক স্প্রে করে এ পোকায় আক্রমণ রোধ করা যায়।

## রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

**এ্যানথ্রাকনোজ বা ক্ষত রোগ:** গাছের পাতা, বোঁটা, কচি শাখা, পুষ্প মঞ্জুরী ও ফল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং আক্রান্ত মুকুল ঝরে পড়ে। আক্রান্ত অংশের শাঁস শক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে আম ফেটে যায় ও পরিপক্বতা লাভের সাথে সাথে পচন শুরু হয়।



এ্যানথ্রাকনোজ বা ক্ষত রোগ

## দমন ব্যবস্থাপনা:

এ রোগ দমনের জন্য এ্যানথ্রাকনোজ বা ক্ষত রোগ মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক; ইমিডাক্লোপ্রিড ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম বা একই গ্রুপের অন্য ছত্রাকনাশক ভালোভাবে মিশিয়ে মুকুল বের হবার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে ১ম বার এবং এর ১ মাস পর মটর দানাকৃতি অবস্থায় ২য় বার আম গাছে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

**গামোসিস বা আঠা ঝরা:** এটি একটি ছত্রাকজনিত আম গাছের অত্যন্ত ক্ষতিকর রোগ। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে গাছের প্রধান কাণ্ড থেকে এক প্রকার আঠালো রস বা আঠা বের হয়। আক্রান্ত বাকলের কিছু কিছু জায়গা ফেঁটে যেতে পারে। আঠা ঝরার পরিমাণ বেড়ে গেলে আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয় ও পরে শুকিয়ে বারে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত ডগাটি শুকিয়ে মারা যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পূর্ণ গাছটি মারা যেতে পারে।



গামোসিস বা আঠা ঝরা রোগ

**দমন ব্যবস্থাপনা:** আক্রান্ত ডগা বা শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলতে হবে এবং কতিত অংশে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে। আক্রান্ত গাছে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে পাতা, ডাল এবং গাছের গুঁড়িতে ৭-১০ দিন পর পর ৮/১০ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ছত্রাকনাশক স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

**পাউডারী মিলডিউ:** এ রোগের আক্রমণে প্রথমে মুকুলের শীর্ষ প্রান্তে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত মুকুলের সমস্ত ফুল নষ্ট হয়ে যায়। বেশি আক্রান্ত কচি আম ঝরে পড়ে।

**দমন ব্যবস্থাপনা:** ফুল আসার আগে একবার ও মুকুল বের হওয়ার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে দ্বিতীয়বার সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন: থিওভিট প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করে এই রোগ দমন করা যায়।

## আমের গুটিমোল্ড বা ঝুল রোগ:

ছত্রাকজনিত এ রোগের আক্রমণে পাতার উপর কালো আবরণ পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে আমের শরীরেও কালো আবরণ দেখা দেয় এবং আমের গুণগতমান কমে যায়।



আমের ঝুল বা গুটিমোল্ড রোগ

**দমন ব্যবস্থাপনা:** মধু রস নিঃসরণকারী হপার, মিলিবাগ বা স্কেল পোকা কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে দমন করলে গুটিমোল্ড রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সালফার গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: থিওভিট প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

**ফল সংগ্রহ ও ফলন:** আম সঠিকভাবে পরিপক্ব হলেই সংগ্রহ করতে হবে। পরিপক্ব অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে দু-একটা আধপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ হয়। পরিপক্ব আম পানিতে ডুবালে, তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়। অল্প বোঁটাসহ (১-২ ইঞ্চি) আম সংগ্রহ করতে হবে। আমকে কিছুক্ষণ উপড় করে রাখতে হবে যাতে আঠা ঠিকমত ঝরে পড়ে ও আমের গায়ে না লাগতে পারে। আম পাড়ার ১৫/২০ দিন পূর্বে আম গাছে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যাবে না। আমের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমাতে আম পাড়ার পর গরম পানিতে (৫৫° সে. তাপমাত্রায় ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রেখে ভালোভাবে শুকিয়ে নিলে আমের সংরক্ষণকাল বেড়ে যায় এবং বোঁটা পচা রোগের আক্রমণ কমে যায়। পূর্ববয়স্ক গাছের হেষ্টির প্রতি ফলন ১৫-২০ টন।

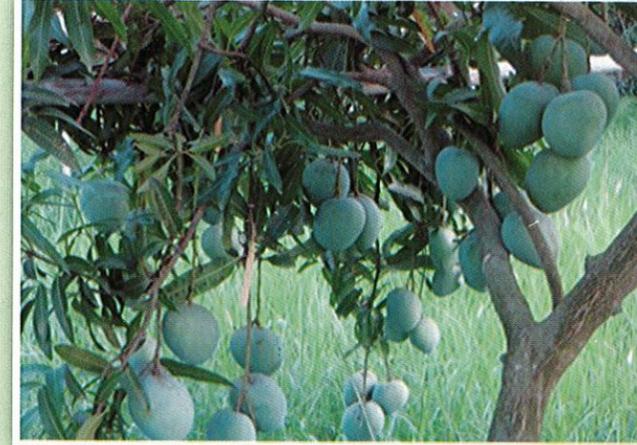
রচনায়	সম্পাদনায়
ড. বাবুল চন্দ্র সরকার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ শরফ উদ্দিন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ড. বাবুল চন্দ্র সরকার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র বিএআরআই, গাজীপুর
মনিরুজ্জামান উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	অর্থাৎনে জিওবি এবং ইফাদ
মোহাম্মদ রেজাউল করিম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	প্রকাশ কাল জুন ২০২০ খ্রি.
মনিরুল ইসলাম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০ কপি
	প্রকাশনা সংখ্যা ০৮ (আট)

## অধিক তথ্যের জন্য

ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর-১৭০১  
ফোন: ০২ ৪৯২৭০১৩২, ০২ ৪৯২৭০১৮৮  
ই-মেইল: cso.pom.hrc.bari@gmail.com  
এবং

ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী  
কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভনেস প্রজেক্ট ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর  
ফোন: ০২ ৪৯২৭০১২১, ই-মেইল: apurba.chowdhury@gmail.com

মুদ্রণ: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস  
শিববাড়ী মোড় (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলিতে) গাজীপুর।  
Cell: 01716-855998, E-mail: printvalley@gmail.com



ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র  
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভনেস প্রজেক্ট  
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট  
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১



## আমের আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি

আম অতি প্রিয়, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। এ ছাড়াও অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। আম গাছ আমাদের জাতীয় বৃক্ষ। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ায় দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলো ছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলোতে আমের চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিবিএস ২০১৯ অনুসারে এদেশে আম চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ ৪৪,৩৬৬ হেক্টর এবং উৎপাদন ১১.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

### বারি উদ্ভাবিত আমের জাতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

#### বারি আম-১

একটি আগাম জাত। ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, টিএসএস ১৯%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০% এবং ফলন ১২-১৫ টন/হেক্টর।



বারি আম-১

#### বারি আম-২

একটি মাঝ মৌসুমী জাত। ফলের গড় ওজন ২৬০ গ্রাম, টিএসএস ১৭.৫%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯% এবং ফলন ২০-২২ টন/হেক্টর। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।



বারি আম-২

#### বারি আম-৩

একটি নাবী জাত। ফলের গড় ওজন ২১০ গ্রাম, টিএসএস ২৩%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭১% এবং ফলন ১৮-২০ টন/হেক্টর। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।



বারি আম-৩

#### বারি আম-৪ (হাইব্রিড)

একটি নাবী জাত। ফলের গড় ওজন ৬০০ গ্রাম, টিএসএস ২৪%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০% এবং ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।



বারি আম-৪

#### বারি আম-৫

একটি আগাম জাত। ফলের গড় ওজন ২৩০ গ্রাম, টিএসএস ১৯%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০% এবং ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর।



বারি আম-৫

#### বারি আম-৬

একটি মাঝ মৌসুমী জাত। ফলের গড় ওজন ২৮০ গ্রাম, টিএসএস ২১%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭২% এবং ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর।



বারি আম-৬

#### বারি আম-৭

একটি মাঝ মৌসুমী রঙিন জাত। ফলের গড় ওজন ২৮৫ গ্রাম, টিএসএস ১৮%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৭% এবং ফলন ২০-২৫ টন/হেক্টর। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।



বারি আম-৭

#### বারি আম-৮

একটি বহুক্রমী এবং নাবী জাত। ফলের গড় ওজন ২৭০ গ্রাম, টিএসএস ২২%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০% এবং ফলন ২০-২৫ টন/হেক্টর।



বারি আম-৮

#### বারি আম-৯

একটি কাঁচামিঠা জাত। ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, টিএসএস ১১%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮% এবং ফলন ১২-১৫ টন/হেক্টর।



বারি আম-৯

#### বারি আম-১০

একটি মাঝ মৌসুমী জাত। ফলের গড় ওজন ২৫০ গ্রাম, টিএসএস ১৬%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৪% এবং ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর। পাহাড়ান্তরে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।



বারি আম-১০

#### বারি আম-১১

একটি বারোমাসী জাত (বছরে ৩ বার ফল দেয়)। ফলের গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম, টিএসএস ১৮.৫%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮% এবং ফলন ১২-১৫ টন/হেক্টর।



বারি আম-১১

#### বারি আম-১২

একটি অধিক নাবী জাত। ফলের গড় ওজন ৪৩৫ গ্রাম, টিএসএস ২৩%, খাদ্যোপযোগী অংশ ৮২% এবং ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর।



বারি আম-১২

এছাড়াও বাংলাদেশে বেশ কিছু জনপ্রিয় প্রচলিত জাত যেমন: গোপালভোগ, খিরসাপাত, হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি, আশ্বিনা, সূর্যপুরী, নাকফজলি, হাড়িভাঙ্গা ইত্যাদি বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়ে থাকে।

### উৎপাদন প্রযুক্তি

ভালো ফলন পাওয়ার জন্য কলমের চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, যেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে।

**জমি ও মাটি:** আম চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। আম প্রায় সব ধরনের মাটিতে হয়, তবে মধ্যম বুনটের গভীর ও সুনিষ্কাশন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটি উত্তম।

**চারা নির্বাচন:** আমের কলম অবশ্যই উপযুক্ত জাতের হতে হবে। চারা কলম অবশ্যই সুস্থ, সবল, রোগ এবং পোকামাকড় মুক্ত হতে হবে। চারা কলম নির্ভরযোগ্য নার্সারী অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করতে হবে। এক থেকে দেড় বছর বয়সের কলমের চারা নির্বাচন করা উত্তম।

**রোপণের সময়:** মে থেকে জুলাই মাস উত্তম তবে সেচের সুবিধা থাকলে সারাবছর কলম রোপণ করা যায়।

**রোপণ পদ্ধতি:** সমতল ভূমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে রোপণ করা উত্তম। তবে পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

**রোপণ দূরত্ব:** কলম বা চারা রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাত, মাটির উর্বরতা এবং জমির সার্বিক অবস্থার উপর। বারি আম-৩ ও বারি আম-১১ জাতের ক্ষেত্রে রোপণ দূরত্ব ৫ x ৫ মিটার, তবে অন্য জাতগুলোর জন্য রোপণ দূরত্ব ৮ x ৮ মিটার।

**গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ:** চারা রোপণের গর্ত ১ x ১ x ১ মিটার আকারের হতে হবে। রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে নির্দিষ্ট মাপের গর্ত তৈরি করে প্রতিটি গর্তে ২০ কেজি গোবর বা জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড দিয়ে ভরাট করে রেখে দিতে হবে।

**কলম বা চারা রোপণ:** পূর্বে প্রস্তুতকৃত গর্তের মাটি ওলট-পালট করে চারাটি মাটিসহ গর্তের ঠিক মাঝখানে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর চারার পার্শ্বের মাটি আলতোভাবে চেপে দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে। একটি খুঁটি চারার পাশে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রেখে স্থাপন করে চারার সাথে ভালভাবে বেঁধে দিতে হবে। কলমের নীচ থেকে নতুন কুশি গজালে সেগুলোকে নিয়মিতভাবে ভেঙ্গে দিতে হবে।

**সারের মাত্রা:** এলাকাভেদে গাছের বয়স ও মাটির প্রকৃতির উপর গাছের পুষ্টি চাহিদা নির্ভর করে। বিভিন্ন বয়সের প্রতিটি গাছে কি মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে তা নিম্নে দেয়া হলো:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					২০ এর উপরে
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	
গোবর (কেজি)	২৬	৩৫	৪৫	৫৫	৭০	১০০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৮	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০	২৬২৫	৩৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৮	৪৩৮	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০
এমওপি (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৮	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৮	৬১৩	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৮	১৮	২৬	২৬	৩৫	৪৫
বোরিক এসিড (গ্রাম)	৩৫	৩৫	৫০	৫০	৭০	১০০

**সার প্রয়োগ পদ্ধতি:** গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে তিন কিস্তিতে নির্ধারিত মাত্রার সার প্রয়োগ করতে হবে। ফলন্ত আম গাছে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বয়স অনুসারে নির্ধারিত মাত্রার সার (জৈব সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরিক এসিড এর সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি

সার) প্রয়োগ করতে হবে। নির্দিষ্ট মাত্রার অবশিষ্ট অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ ফল মটর দানার মত অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অথবা জাত অনুসারে আম সংগ্রহের এক মাস পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। কলমের চারা গাছে (২ বছর পর্যন্ত) ইউরিয়া ও এমওপি সার ২ মাস পরপর বছরে ৪ থেকে ৬ বার সার প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি খুবই ভালো এবং সুন্দর অবকাঠামো তৈরি হয়। গাছের চারিদিকে গোড়া থেকে ১-১.৫ মি. বাদ দিয়ে দুপুর বেলায় যে পর্যন্ত ছায়া পড়ে সেস্থানে সার ছিটিয়ে হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত আম গাছে আর কোন প্রকার সার ও পানি প্রয়োগ করা যাবে না।



সার প্রয়োগ

**ফল ঝরা কমানো:** ফল মটর দানা কৃতি অবস্থায় একবার এবং মার্বেল অবস্থায় আরেকবার ইউরিয়া ২% (প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে) দ্রবন ভালভাবে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছে স্প্রে করলে আমের ফল ঝরা অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

**সেচ প্রয়োগ:** চারা গাছে নিয়মিতভাবে সেচ দিতে হবে। গুণগতমানসম্পন্ন আম উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধির জন্য ফুল সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হবার পর থেকে শুরু করে, শুরু আবহাওয়ায় ১৫ দিন অন্তর ৪ বার পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে। ভালো ফলনের জন্য মুকুল আসার অন্তত ২-৩ মাস পূর্বে অবশ্যই সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে। তবে, এ সময়ে গাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখতে হবে।



সেচ প্রয়োগ

**ডালপালা ছাঁটাইকরণ:** প্রতি বছর বর্ষার শেষে ও গাছের আম সংগ্রহ করার পরপরই রোগ বা পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত, শুকনো, মরা এবং দুর্বল ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। কাটা স্থানে তুলির মাধ্যমে বোর্দোপেস্ট (১০০ গ্রাম চুন + ১০০ গ্রাম তুঁতে + ১ লিটার পানি) অথবা কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকের প্রলেপ দিতে হবে।

**গাছের মুকুল ভাঙ্গন:** কলমের গাছের বয়স ২ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

### পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

**আমের হপার পোকা:** আমের ক্ষতিকারক পোকাগুলোর মধ্যে হপার বা শোষণ পোকা অন্যতম। নিষ্ফগুলো রস শোষণ করার ফলে আক্রান্ত ফুল ও পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়। এ পোকা এক প্রকার মধু রস নিঃসরণ করে, যা ফুল ও পাতায় আটকে যায়। এতে এক ধরনের ছত্রাক (sooty mould) জন্মে যা পরে কালো হয়ে যায়। এ পোকার আক্রমণে আমের উৎপাদন শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় এদের প্রকোপ বেশি হয়।